

Topic: Permission

۲/۷۹. بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّبُ الَّذِينَ آمَنُوا لَأَ تَدْخُلُوا بَيْوتًا غَيْرَ بَيْوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۷۹﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤَدَّبَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۸۰﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بَيْوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۸۱﴾

৭৯/২. অধ্যায় ৪ আল্লাহ তা'আলার বাণী ৪ হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, অনুমতি প্রার্থনা এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দেয়া ব্যতীত। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যাতে তোমরা উপদেশ লাভ কর। সেখানে যদি তোমরা কাউকে না পাও, তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়। আর যদি

www.QuranerAlo.com

Contents

৫৩৮

সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ড

তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও, তাহলে ফিরে যাবে, এটাই তোমাদের জন্য বেশি পবিত্র'। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি অবগত। সে ঘরে কেউ বাস করে না, তোমাদের মালমাতা থাকে, সেখানে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না, আল্লাহ জানেন তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা তোমরা গোপন কর।^{১৯} (সূরাহ আন-নূর ২৪/২৭-২৯)

^{১৯} এ আয়াত নাযিল হওয়ার উপলক্ষ ছিল এই যে, একজন মহিলা সহাবী রসূলে কারীম ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে বললেনঃ "হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার ঘরে এমন অবস্থায় থাকি যে, তখন আমাকে সে অবস্থায় কেউ দেখতে পাক তা আমি মোটেই পছন্দ করি না- সে আমার ছেলে-সন্তানই হোক কিংবা পিতা অথচ এ অবস্থায়ও তারা আমার ঘরে প্রবেশ করে। এখন আমি কী করব? এরপরই এ আয়াতটি নাযিল হয়। বস্ত্রত আয়াতটিতে মুসলিম নারী-পুরুষের পরস্পরের ঘরে প্রবেশ করার প্রসঙ্গে এক স্থায়ী নিয়ম পেশ করা হয়েছে। মেয়েরা নিজেদের ঘরে সাধারণত খোলামেলা অবস্থায়ই থাকে। ঘরের অভ্যন্তরে সব সময় পূর্ণাঙ্গ আচ্ছাদিত করে থাকা মেয়েদের পক্ষে সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কারো ঘরে প্রবেশ করা- সে মুহাররম ব্যক্তিই হোক না কেন- মোটেই সমীচীন নয়। আর গায়ের মুহাররম পুরুষের প্রবেশ করার তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা বিনানুমতিতে ও আগায় না জানিয়ে কেউ যদি কারো ঘরে প্রবেশ করে তাহলে ঘরের মেয়েদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখার এবং তাদের দেহের যৌন অঙ্গের উপর নজর পড়ে যাওয়ার খুবই সম্ভবনা রয়েছে। তাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতে পারে। তাদের রূপ-যৌবন দেখে পুরুষ দর্শকের মনে যৌন লালাসার আন্তন জ্বলে উঠতে পারে। আর তারই পরিণামে এ মেয়ে-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠে গোটা পরিবারকে তছনছ করে দিতে পারে। মেয়েদের যৌন অঙ্গ ঘরের আপন লোকদের দৃষ্টি থেকে এবং তাদের রূপ-যৌবন ভিন পুরুষের নজর থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই এ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে।

জাহিলিয়াতের যুগে এমন হতো যে, কারো ঘরের দুয়ারে গিয়ে আওয়াজ দিয়েই টপ করে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করত, মেয়েদেরকে সামলে নেবারও কোন সময় দেয়া হত না। ফলে কখনো ঘরের মেয়ে পুরুষকে একই শয্যায় কাপড় মুড়ি দেয়া অবস্থায় দেখতে পেত, মেয়েদেরকে দেখত অসংবৃত্ত বস্ত্রে।

৬২২৭. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ طُولُهُ سِتُونَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ فَاسْتَمِعَ مَا يُحْيَوْنَكَ فَإِنَّهَا نَحْيَتُكَ وَنَحْيَةُ ذُرِّيَّتِكَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَزَادُوهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْحَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدَمَ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدُ حَتَّى الْآنَ.

৬২২৭. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী ﷺ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা আদাম (আ.)-কে তাঁর যথাযোগ্য গঠনে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট হাত। তিনি তাঁকে সৃষ্টি করে বললেন : তুমি যাও। উপবিষ্ট ফেরেশতাদের এই দলকে সালাম করো এবং তুমি মনোযোগ সহকারে শোনবে তারা তোমার সালামের কী জবাব দেয়? কারণ এটাই হবে তোমার ও তোমার বংশধরের সম্ভাষণ (তাহিয়া)। তাই তিনি গিয়ে বললেন : 'আসসালামু 'আলাইকুম'। তাঁরা জবাবে বললেন : 'আসসালামু 'আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ'। তাঁরা বাড়িয়ে বললেন : 'ওয়া রহমাতুল্লাহ' বাক্যটি। তারপর নাবী ﷺ আরও বললেন : যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে তারা আদাম (আ.)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবে। তারপর থেকে এ পর্যন্ত মানুষের আকৃতি ক্রমশঃ কমে আসছে। [৩৩২৬] (আ.প্র. ৫৭৮৬, ই.ফা. ৫৬৮১)

৬২২৭. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَحَالِسِنَا بَدُّ تَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَيْسَمْتُمْ إِلَّا الْمَحَلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

৬২২৯. আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, একবার নাবী ﷺ বললেন : তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো। তারা বলল : হে আল্লাহর রসূল! আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত গত্যন্তর নেই, আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি। তখন তিনি বললেন, যদি তোমাদের রাস্তায় মজলিস করা ব্যতীত উপায় না থাকে, তবে তোমরা রাস্তার হক আদায় করবে। তারা বলল, হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী? তিনি বললেন, তা হলো চক্ষু অবনত রাখা, কাউকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। সালামের জবাব দেয়া এবং সৎকাজের নির্দেশ দেয়া আর অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। [২৪৬৫] (আ.প্র. ৫৭৮৮, ই.ফা. ৫৬৮৩)

৬২২৬. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

৬২৩৬. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর رضي الله عنه হতে বর্ণিত। এক লোক নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল : ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন : তুমি ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চেন আর যাকে চেন না। [১২] (আ.প্র. ৫৭৯৪, ই.ফা. ৫৬৮৯)

৬২৩৭. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ يَلْتَقِيَانِ فَيَصُدُّ هَذَا وَيَخِيرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ وَذَكَرَ سُفْيَانُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

৬২৩৭. আবু আইউব رضي الله عنه হতে বর্ণিত যে, নাবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন : কোন মুসলিমের পক্ষে তার কোন ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক এমনভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয় যে, তাদের দু'জনের দেখা সাক্ষাৎ হলেও একজন এদিকে, আরেকজন অন্যদিকে চেহারা ঘুরিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে প্রথম সালাম করবে। আবু সুফইয়ান رضي الله عنه বলেন যে, এ হাদীসটি আমি যুহরী (রহ.) থেকে তিনবার শুনেছি। [৬০৭৭] (আ.প্র., ই.ফা. ৫৬৯০)

৬২৪১. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرَى يَحْكُ بِهَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِذْنَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصْرِ.

৬২৪১. সাহুল ইবনু সা'দ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : একবার এক লোক নাবী صلى الله عليه وسلم-এর কোন এক হুজরায় উঁকি দিয়ে তাকালো। তখন নাবী صلى الله عليه وسلم-এর কাছে একটা 'মিদরা' ছিল, যা দিয়ে তিনি তাঁর মাথা চুলকাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন : যদি আমি জানতাম যে, তুমি উঁকি দিবে, তবে এ দিয়ে তোমার চোখ ফুঁড়ে দিতাম। তাকানোর জন্য অনুমতি গ্রহণের বিধান দেয়া হয়েছে। [৫৯২৪] (আ.প্র. ৫৭৯৯, ই.ফা. ৫৬৯৪)

৬২৪৩. حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَرَ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ ح حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَرْنَا الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزْنَا اللِّسَانَ الْمَنْطِقُ وَالثَّنْفُسُ تَمْنَى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يَصَدَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ وَيَكْذِبُهُ.

৬২৪৩. আবু হুরাইরাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী صلى الله عليه وسلم বলেছেন : নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বানী আদামের জন্য যিনার একটা অংশ নির্ধারিত রেখেছেন। সে তাতে অবশ্যই জড়িত হবে। চোখের যিনা হলো দেখা, জিহ্বার যিনা হলো কথা বলা, কুপ্রবৃত্তি কামনা ও খাহেশ সৃষ্টি করা এবং যৌনঙ্গ তা সত্য অথবা মিথ্যা প্রমাণ করে।^{২৩} [মুসলিম ৪৬/৫, হাঃ ২৬৫৭, আহমাদ ৮২২২] (আ.প্র. ৫৮০১, ই.ফা. ৫৬৯৬)

৬২৪৫. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَدْعُورٌ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ قُلْتُ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ وَاللَّهِ لَتَقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَمْنَكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبِرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ذَلِكَ.

وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ بِهَذَا.

৬২৪৫. আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি আনসারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবু মুসা رضي الله عنه ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন : আমি তিনবার 'উমার رضي الله عنه-এর নিকট অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। 'উমার رضي الله عنه তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে ভেতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম : আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হলো না। তাই আমি ফিরে এলাম। (কারণ) রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়। তখন 'উমার رضي الله عنه বললেন : আল্লাহর কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যিনি নাবী ﷺ থেকে এ হাদীস শুনেছে? তখন উবাই ইবনু কা'ব رضي الله عنه বললেন : আল্লাহর কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম : নাবী ﷺ অবশ্যই এ কথা বলেছেন। [২০৬২; মুসলিম ৩৮/৭, হাঃ ২১৫৩, আহমাদ ১৯৬৩০] (আ.প্র. ৫৮০৩, ই.স. ৫৬৯৮)

ইবনু মুবারাক বলেন, আবু সাঈদ হতে ভিন্ন একটি সূত্রেও অনুরূপ একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

৬২৫০. حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ ثُبُوكَ وَتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَلَامِنَا وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ فَأَقُولُ فِي نَفْسِي هَلْ حَرَكْتُ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا حَتَّى كَمَلْتُ خَمْسُونَ لَيْلَةً وَأَذَنَ النَّبِيِّ ﷺ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ.

৬২৫০. 'আবদুল্লাহ ইবনু কা'ব رضي الله عنه বললেন : যখন কা'ব ইবনু মালিক رضي الله عنه তাবুকের যুদ্ধে যোগদান না করে পিছনে রয়ে যান, আর রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে সালাম কালাম করতে সকলকে

www.QuranerAlo.com

Contents

পর্ব (৭৯) : অনুমতি প্রার্থনা

৫৫৭

নিষেধ করে দেন। (তখনকার ঘটনা) আমি কা'ব ইবনু মালিক رضي الله عنه-কে বলতে শুনেছি যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসতাম এবং তাঁকে সালাম করতাম আর মনে মনে বলতাম যে, আমার সালামের জবাবে তাঁর ঠোঁট দু'টি নড়ছে কিনা। পঞ্চাশ দিন পূর্ণ হলে নাবী ﷺ ফজরের সলাতের সময় ঘোষণা দিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওবাহ কবুল করেছেন। [২৭৫৭] (আ.প্র. ৫৮১৩, ই.স. ৫৭০৮)

৬২৫৬. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله ﷺ فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله ﷺ مهلاً يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا قال رسول الله ﷺ فقد قلت وعليكم.

৬২৫৬. 'আয়িশাহ رضي الله عنها হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার একদল ইয়াহুদী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল : আসসামু আলাইকা। (তোমার মরণ হোক)। আমি এ কথা'র অর্থ বুঝে বললাম : আলাইকুমুস সামু ওয়াল লানাতু। (তোমাদের উপর মৃত্যু ও লা'নাত)। নাবী ﷺ বললেন : হে 'আয়িশাহ! তুমি থামো। আল্লাহ সর্ব হালতে নম্রতা পছন্দ করেন। আমি বললাম : হে আল্লাহর রসূল! তারা যা বললো : তা কি আপনি শুনেনি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন : এ জন্যই আমিও বলেছি, ওয়া আলাইকুম (অর্থাৎ তোমাদের উপরও)। [২৯৩৫] (আ.প্র. ৫৮১৪, ই.ফা. ৫৭০৯)

৬২৬০. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في نفر من قريش وكانوا تجاراً بالشام فأتوه فذكر الحديث قال ثم دعا بكتاب رسول الله ﷺ فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من أتبع الهدى أما بعد.

৬২৬০. 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنهما বর্ণনা করেন যে, আবু সুফইয়ান ইবনু হারব তাকে বলেছেন : হিরাক্লিয়াস আবু সুফইয়ানকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের ঐ দলসহ যারা ব্যবসার জন্য সিরিয়া গিয়েছিলেন। তাঁরা সবাই তাঁর নিকট হাজির হলেন। এরপর তিনি ঘটনার বর্ণনা করেন। শেষে বললেন যে, তারপর হিরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিটি আনালেন এবং তা পাঠ করা হল। এতে ছিল 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মুহাম্মাদ এর পক্ষ হতে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি الهدى শান্তি বর্ণিত হোক তাদের উপর যারা সৎপথ অনুসরণ করেছে। [৭] (আ.প্র. ৫৮১৮, ই.ফা. ৫৭১৩)

৬২৬৭. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي ﷺ فقال يا معاذ قلت لبيك وسعدتك ثم قال مثله ثلاثاً هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرکوا به شيئاً ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعدتک قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم حدتنا هذب حدتنا حماد حدثنا قتادة عن أنس عن معاذ بهذا.

৬২৬৭. মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه বলেন, আমি একবার নাবী ﷺ-এর পেছনে তাঁর সাওয়ারীর উপর উপবিষ্ট ছিলাম। তখন তিনি আমাকে ডাক দিলেন : ওহে মু'আয! আমি বললাম, লাঙ্বাইকা ওয়া সদাইকা। তারপর তিনি এরূপ তিনবার ডাকলেন। এরপর বললেন : তুমি কি জানো যে, বান্দাদের উপর আল্লাহর হক কী? তিনি বললেন : তা' হলো, বান্দারা তাঁর "ইবাদাত করবে আর এতে তাঁর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আবার কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বললেন : ওহে মু'আয! আমি জবাবে বললাম : লাঙ্বাইকা ওয়া সা'দাইকা। তখন তিনি বললেন : তুমি কি জানো যে, বান্দা যখন তাঁর "ইবাদাত করবে, তখন আল্লাহর উপর বান্দাদের হক কী হবে? তিনি বললেন : তা এই যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না। [২৮৫৬] (আ.প্র. ৫৮২৪, ই.ফা. ৫৭২০)

٦٢٧١. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ دَعَا النَّاسَ طَعَمُوا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَحَدَّثُونَ قَالَ فَأَخَذَ كَأَنَّهُ يَتَهَيَّأُ لِلْقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَعَهُ مِنَ النَّاسِ وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَاءَ لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقَوْمُ جُلُوسٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا فَانْطَلَقُوا قَالَ فَجِئْتُ فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ انْطَلَقُوا فَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبَتْ أَدْخُلُ فَأَرَعَى الْحِجَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ

www.QuranerAlo.com

Contents

৫৬৬

সহীহুল বুখারী ৫ম খণ্ড

ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿١﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾

৬২৭১. আনাস ইবনু মালিক رضي الله عنه হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নাবী ﷺ যাইনাব বিন্ত জাহশ رضي الله عنه-কে বিয়ে করলেন, তখন তিনি কয়েকজন লোককে দা'ওয়াত করলেন। তাঁরা খাদ্য গ্রহণের পর বসে বসে অনেক সময় পর্যন্ত আলাপ-আলোচনায় মশগুল থাকলেন। তখন তিনি নিজে চলে যাবার ভাব প্রকাশ করলেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা উঠলেন না। তিনি এ অবস্থা দেখে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি চলে গেলেন, তখন লোকেদের মধ্যে যারা দাঁড়াবার ইচ্ছে করলেন, তারা তাঁর সঙ্গেই উঠে চলে গেলেন। কিন্তু তাদের তিনজন থেকে গেলেন। এরপর যখন নাবী ﷺ ফিরে এসে ঘরে প্রবেশ করতে চাইলেন, তখন দেখলেন যে ঐ তিনজন তখনো বসে আছেন। কিছুক্ষণ পর তারাও উঠে চলে গেল, আমি গিয়ে তাঁকে তাদের চলে যাবার সংবাদ দিলাম। এরপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। তখন আমিও প্রবেশ করতে চাইলে তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা টেনে দিলেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা ওয়াহী অবতীর্ণ করলেন : “তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! নাবীগৃহে প্রবেশ কর না যতক্ষণ না তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়..... আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা মহা অপরাধ।”- (সূরাহ আল-আহযাব ৩৩/৫৩)। [৪৭৯১] (আ.প্র. ৫৮২৯, ই.ফা. ৫৭২৪)